মা

কাইউম পারভেজ

তোমাকে আমি সমুদ্র দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম
তুমি বললে - চেয়ে দ্যাখ আকাশ আর সমুদ্রের নীল কেমন
হয়ে গেলো একাকার। ওখানেই তো ঈশ্বর।
তোমাকে আমি এ্যাকুইরিয়াম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম
তুমি বললে - চেয়ে দ্যাখ এই যে নানান মাছের নানান কারুকার্য
নানান রঙের বিন্যাস। ওখানেই তো সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য্য।
সৃষ্টির মাঝেই সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে দ্যাখ - পেয়ে যাবি।
তুমি কী তবে সৃষ্টিকর্তার কাছে?
তোমাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাই না মা।

আমি গান শুনি কান পেতে
কোলে নিয়ে যে গানটি শোনাতে
সে গান তো আর কোথাও খুঁজে পাই না মা।
অথচ তুমি যখন চলে গেলে
পাখিরাও গান ভুলে গেলো।
তাই বুঝি মুখে ছোট্ট হাসিটি রেখে চলে গেলে।
আমি কী পারবো মা তোমার মত হাসি মুখে
চলে যেতে - হেসে খেলে?

আমি আর সেই আকাশের পানে চাইতে পারি না
আমি আর সেই সমুদ্রের তীরে সেই গানটি শুনতে পারি না
আমি আর মাছেদের রঙ কিছুতেই মেলাতে পারি না
আমি আর কিছুতেই কোন কিছুই মেলাতে পারি না
তুমি যে কোথাও নেই মা।

আমি কষ্টের মাঝে তোমাকে দেখি
আমি সুখের মাঝেও তোমাকে দেখি
আমার প্রজন্মের মাঝে তোমাকে দেখি
রাতের আঁধারেও আমি তোমাকে দেখি
শুধু চোখ মেললেই দেখি - তুমি নেই।
তুমি নেই।
তুমি যে কোথাও নেই মা।

তোমাকে না বলে আমি কখনো যাইনি কোথাও
তুমি আমাকে না বলেই চলে গেলে।
তোমাকে না বলে কোন কথাই না কওয়া থাকেনি
আমাকে তুমি কিছু না বলেই চলে গেলে।

যেদিন তুমি গেলে আমি চৌকাঠে হোঁচট খেলাম
ঘুম থেকে জেগেই 'এক শালিক' দেখলাম
প্রতিবেশীর কালো বিড়ালটা অকারণে
আমার বাড়ীর চারপাশ ঘুরঘুর করছিলো।
সে এক অসহনীয় ঘামছাড়া অস্থিরতা
আমি ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।
তুমি কী তখন ডাকছিলে আমায় - মা?

আমি তোমার ডাক শুনিনি
তোমার ডাক শুনবো বলে সেই নীলাকাশে চোখ পেতেছিলাম
একটা পাখি জানালায় শব্দ করে পড়ে গেলো।
তারপর উড়ে গেলো।
তারপর ফোনটা বেজে উঠলো
তারপর - তারপর তুমি নেই।

পাখিটা পড়ে গেলো।
পাখিটা উড়ে গেলো
আমার পাখিটা চলে গেলো
তার সৃষ্টিকর্তার কাছে।

ওগো সৃষ্টিকর্তা শোনো গো -
তুমি ম'াকে তেমন করেই দেখো
যেমন করে মা আমায় শৈশবে দেখে রাখতো।